দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

৬

96

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের খাত

প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারীভাবে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার' খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় দাবি করেছেন যে, এর সুফল ইতোমধ্যেই আমরা পেতে শুরু করেছি।

রাজস্ব বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৯৩–৯৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে বরাদ্দ চলতি বছরের বরাদ্দের দেড়গুণ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলছেন, শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ৪৮ শতাংশ অর্থাৎ ১৩০৩ কোটি টাকা রাখা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। এসব বরাদ্দের কত টাকা কীভাবে শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হবে, সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলেও অন্তত টাকার অঙ্ক এবং কাগজে–কলমে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের নিদর্শন রাখা হয়েছে।

ক্রমপ্রসারমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্গতি বন্ধ করার জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দ পূর্বশর্ত হতে পারে। তবে তা যে যথেষ্ট নয় সে কথা বিভিন্ন মহল থেকে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, শিক্ষাখাতে শুধু বাড়তি অর্থবরাদ্দ নয়, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে, স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এর জন্য বাড়তি বরাদ্দেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু টাকাটার যাতে সদ্ব্যবহার হয় তার জন্য প্রথমেই যে বিষয়টি পর্যালোচনা হওয়া উচিত তাহলো অতীতে কত টাকা খরচ করে আমরা কতটা সুফল পেয়েছি। ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষাখাতের এতগুলো টাকা যথাযথভাবে খরচ করার নিশ্চয়তা বিধান করা যায় কি করে। দেশব্যাপী যখন আমরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে যাচ্ছি, যখন ২০০০ সালের মধ্যে শিক্ষার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি, তখন আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাদানের স্বল্প সময় ও নিম্নমান, শিক্ষকদের কাজকর্ম দেখাশোনা করার দুর্বল ব্যবস্থা, শিক্ষার উপকরণের অভাব, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, বিদ্যালয় ভবনের দুরবস্থা ইত্যাদি এই খাতের সর্বোচ্চ অধিকারের কোন পরিচয় বহন করছে না।

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে মাঝে মাঝেই বিশদ আলোচনা হয়। বিভিন্ন সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু কাজের কাজ কতটা হয় তার হিসেব পাওয়া যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার মানের কোন উন্নতি হয় না। এখন শোনা যাচ্ছে, আমরা এক উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সের সুপারিশের অপেক্ষায় আছি।

অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে যে 'দুঃখজনক বাস্তবতা' স্বীকৃতি পেয়েছে তা হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর 'খুবই শোচনীয় অবস্থা'। এই অবস্থার উন্নতির জন্য আগামী বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত ২২৭ কোটি টাকার অতিরিক্ত আরো ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, এসব কাজের জন্য দু'বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই অর্থ তার প্রথম বছরের বরাদ্দ বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, অর্থবরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংস্কার কাজ ইতিপূর্বে করা হয়নি। এমনকি বিদেশী সাহায্যের নিশ্চিত আশ্বাস সত্ত্বেও ঘূর্ণিবিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলোর মেরামত বা পুনর্নির্মাণ আটকে আছে। আবার শিক্ষা ভবন মেরামতের ব্যাপারে এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, একই মেরামত কাজের জন্য দু'তিনবার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং প্রতিবারই টাকাটা ফেরত চলে গিয়েছে। এসব নির্মাণ ও মেরামত কাজে কত টাকা খরচ করে আসলে কত টাকার কাজ পাওয়া যায় তারও একটা পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নতি না করে, শুধুই বাড়তি টাকা খরচ করা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল। টাকা খরচ করে ভাল হোক মন্দ হোক বিদ্যালয় ভবন পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের দুর্নীতিপ্রবণ ও কর্মবিমুখ শিক্ষক–কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কাজটি সহজ হবে বলে মনে হয় না। অথচ এ কাজটিতে সফল হতে না পারলে শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান নীচে নেমে যাওয়া বন্ধ করার অন্য কোন উপায়ও নেই। প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে কাজগুলো করা হবে বলে এ ব্যাপারে অন্তত আংশিক সাফল্য আশা করতে পারি কি?